গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬-১৯০(৫৫)

তারিখঃ ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩
০৮ আগস্ট ২০১৬

বিষয়ঃ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৭-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ১৮-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

৮।৮।১৬
(মোঃ মোস্তফা)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর।
৭। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৮। পরিচালক (প্রশাসন /সবরি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৯। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১৩। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৬। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৮। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২০। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৭.০৭.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

জুলাই/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মানবেন্দ্র ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের দায়িত্বে)
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৭.০৭.২০১৬ খ্রিঃ বিকাল ৩-০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। জুন, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে মামলা বিষয়ে আলোচিত অংশ সংশোধনী হিসেবে গ্রহণ ও লিপিবদ্ধপূর্বক ঐ কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। অতঃপর সভার বিজ্ঞপ্তিতে সন্নিবেশিত এজেন্ডা এবং জুন, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্য শস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো সংগ্রহ-২০১৬** সভায় আলোচনা হয় যে, সরকার এবার প্রথম বারের মত চাল অপেক্ষা ধান সংগ্রহের সর্বোচ্চ পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে । FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন এবং চাল ৬ (ছয়) লাখ মেট্রিক টন। কৃষকগণকে উৎসাহ মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩ টাকা এবং প্রতি কেজি চালের সংগ্রহ মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধান সংগ্রহের Innovative গাইড লাইন মাঠ-পযায়ে অনুসরণ করায় এবং সংগৃহীত ধান হতে ফলিত চাল উৎপাদনের জন্য মিলিং কমিশন দীর্ঘদিন পর যুগোপযোগীভাবে নির্ধারণ করায় মাঠ পর্যায়ে ধান সংগ্রহে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। বাজার মূল্য অপেক্ষা সরকারি ক্রয় মূল্য অনেক বেশী হওয়ায় কৃষকগণও সরকারি গুদামে ধান বিক্রয়ে উৎসাহিত হয়েছে। ফলে, ২৬.০৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫৭৭ মেট্রিক টন ধান সংগৃহীত হয়েছে।	(১) প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট পরিমাণ ধানের গুণগতমান নিশ্চিত করে ক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	(খ) অভ্যন্তরীণ সিদ্ধ চাল সংগ্রহ চালের বিভাজন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় জানা যায় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব অনুযায়ী ৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) মেট্রিক টন সিদ্ধ চালের উপজেলা-ওয়ারি বিভাজন মন্ত্রণালয় হতে ২৪.০৭.২০১৬ তারিখে অনুমোদন দেয়া হয়। চাল সংগ্রহের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(২) চালের গুণগতমান নিশ্চিত করে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেটে গম আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট ২.৭০ লাখ মেট্রিক টন। আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রতিটি ৫০ হাজার মেট্রিক টন করে ৫টি প্যাকেজের আওতায় মোট ৫টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২টি চুক্তির বিপরীতে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন গম আগস্ট মাসের মধ্যে বন্দরে এসে পৌঁছাবে বলে খাদ্য অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে। বাকী ৩টি টেন্ডারে মোট ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ দেয়া হলেও বিনির্দেশমত না হওয়ায় বন্দরে আগত গম গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক উৎস হতে ৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নতুন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে গম আমদানির ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	(১) বাজেট সংস্থানের অবশিষ্ট পরিমাণ গম আমদানি করতে হবে। (২) নতুন অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে গম আমদানির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ সংশোধিত বাজেটে ওএমএস আটা খাতে বরাদ্ধকৃত ৩ (তিন) লাখ মেট্রিক টনের মধ্যে এ খাতে ৩০.০৬.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ০৬৯ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করে আনুপাতিক পরিমাণ আটা বিক্রয় করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ওএমএস খাতে সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দ থেকে Anticipate করে ০১ জুলাই, ২০১৬ খ্রিঃ হতে সীমিত পরিসরে ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন। সভায় আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(১) যথাযথ নজরদারি রেখে আটা বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	(গ) সুলভ মূল্য কার্ড (এফপিসি) সভায় আলোচনা হয় যে, সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) বিপরীতে খাদ্যশস্য সরবরাহ স্থগিত আছে। তবে, সরকারি কর্মচারিগণের জন্য সুলভ মূল্য কার্ডে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে। কাবিখাসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ কমে যাওয়ায় খাদ্যশস্য নিষ্পত্তির বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে প্রায় ৫০ লাখ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে এফপিসি বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। আগামী বছর থেকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।	(২) সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবরি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(ঘ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** সভায় আলোচনা হয় যে , খাদ্য মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মসূচি ব্যতিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে । চলতি অর্থ-বছরে TR খাতে মোট বরাদ্ধ (সংশোধিত) ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল, এ যাবৎ উত্তোলন ১.৫৯ লাখ মেট্রিক টন, ৫০ হাজার মেট্রিক টন গমের বিপরীতে ৪৯ হাজার ৮৩৩ মেট্রিক টন গম, কাবিখা খাতে ১ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ১ লাখ ৮২ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করা হয়েছে। VGD খাতে ২ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন চাল, উত্তোলন ২ লাখ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন, স্কুলফিডিং খাতে বরাদ্দ ২০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন গম, উত্তোলন ১৬ হাজার মেট্রিক টন এবং VGF খাতে বরাদ্দ ৪ লাখ মেট্রিক টন চাল, এর মধ্যে ৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে খাত ভিত্তিক বিশেষত ভিজিডি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। পার্বত্য জেলাসমূহে শান্তকরণ খাতসহ ইপি ও ওপি খাতে বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে মর্মে সভায় জানানো হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবরি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪. খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য মনিটরিং	সভায় আলোচনা হয় যে, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন সন্তোষজনক, বিশেষত: বিগত মৌসুমসমূহে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় বাজারে চালের সরবরাহে প্রাচুর্য রয়েছে। PFDS খাতসমূহেও নিয়মিত খাদ্যশস্য (গম, চাল ও আটা) সরবরাহ করা হচ্ছে । গম উৎপাদনকারী দেশসমূহেও গমের উৎপাদন ভাল হওয়ায় গমের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য স্থিতিশীল। উল্লেখ্য যে, জুন মাস হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বাজারে চাল ও আটার মূল্যের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। জুলাই, ২০১৬ মাসে দেশের বাজারে গড়ে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	প্রতিকেজি যথাক্রমে ২৪/-.টাকা থেকে ২৫.২৫/- টাকা এবং ২৫.৫০/-টাকা থেকে ২৮/- টাকা এবং খোলা আটার দর যথাক্রমে ২৪/-টাকা থেকে ২৬/-টাকা। বর্তমান বাজার দরের বিষয়ে সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।		
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের ২৬ কোটি টাকার বিপরীতে ৬২টি লটে কার্যাদেশের মাধ্যমে ২৪ জন ঠিকাদার যোগদান করেন। অগ্রগতি প্রায় ২৫%। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। **(খ)** ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুষঙ্গিক মেরামতের খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে সভায় জানানো হয়। নীতিমালা অনুমোদন ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ করে গুদাম মেরামতের কাজ করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। **(গ) অফিস ভবন মেতামত** প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি মেরামত ও নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নরসিংদী, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল, এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। আগামী সভার পূর্বে নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পরমার্শ দেয় হয়।	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে নীতিমালা অনুযায়ী আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামত করতে হবে। (৩) নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষাঃ	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তর হতে পাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে ,.২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের ৪০০টি নমুনা পরীক্ষায় বিপরীতে খাদ্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম ও খূলনা ল্যাবরেটরীতে এযাবৎ (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) ৫১৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী নমুনা পরীক্ষা করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করার জন্য সভায় পরামর্শ	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

	প্রদান করা হয়।		
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance অব্যাহত আছে বলে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, ইতোমধ্যে প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৬ প্রকার পোস্টার ও ৩ প্রকার প্যাম্পলেট মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, গত জুন মাসে রংপুর বিভাগে ১টি, জুলাই মাসে ঢাকা বিভাগে কাওরান বাজারে ও বিয়াম মিলনায়তনে ২টিসহ মোট ৩টি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার পাশাপাশি Surveillance অব্যাহত রাখার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।	নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি এবং Surveillance অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	(১) সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সম্পাদিত APA বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ শেষ হওয়া সময়ের প্রতিবেদন ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) সভায় জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) চূড়ান্ত করা হয়েছে। চুক্তিটি বর্তমানে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য APA এর আওতায় নির্ধারিত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বারোপ করার জন্য যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তৎপর থাকার জন্য সকলকে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	(১) মূল্যায়নের ফলাফল পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে। (২) APA লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।	প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয় যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সংগতি রেখে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা ৩১.০৭.২০১৬ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং এর হার্ডকপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৬-২০১৭ সালের Work Plan কার্যকরভাবে অনুসরণপূর্বক সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সভায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ যাচাই বাছাই সাপেক্ষে এগুলোর উপর দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত	যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে	উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td></td>
<td>আছে। উপ-সচিব (তদন্ত) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট অভিযোগের সংখ্যা-১৯৪, নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা-১২২ এবং অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা-৭২টি।</td>
<td>হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>(ক) অডিট সভাঃ সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ তরান্বিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জুন, ২০১৬ মাসে রাজশাহী বিভাগে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে আলোচিত আপত্তির সংখ্যা-২০টি এবং নিষ্পত্তির সংখ্যা-১৮টি। এছাড়া, অন্য কোন বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। মে-জুন, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ

অগ্রিম আপত্তিঃ
<table>
<tr><th>আপত্তি</th><th>মে</th><th>জুন</th></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>২৭৯৭</td><td>২৭৮৯</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>-</td><td>২০</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>-</td><td>১৮</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০১</td><td>২৪</td></tr>
</table>
খসড়া আপত্তিঃ
<table>
<tr><th>আপত্তি</th><th>মে</th><th>জুন</th></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৭৭০</td><td>৭৭১</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০২</td><td>১</td></tr>
</table>
সংকলনভূক্ত আপত্তিঃ
<table>
<tr><th>আপত্তি</th><th>মে</th><th>জুন</th></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৫৯৩</td><td>৫৯৩</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>-</td><td>৪</td></tr>
</table>
(খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য
সভায় আলোচনা হয় যে, মাস ভিত্তিক এবং বিভাগ-ওয়ারি দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন অব্যাহত আছে। প্রতিটি সভায় আলোচিত ও নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অডিট সংখ্যা উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু নিষ্পত্তি আদেশ জারিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা উপস্থাপন করা হয় না। জুন, ২০১৬ মাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পিত্তিকৃত অডিট সংখ্যার হিসাব</td>
<td>(১) পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) আগামী সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>(১) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়

(২) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত থাকলেও কোন তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়নি। আগামী সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ</td><td>(ক) APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভায় জানান যে, জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>কর্মকর্তা-কর্মচারির শ্রেণী</th><th>কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা</th><th>বার্ষিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)</th><th>হালনাগাদ অর্জন (জনঘন্টা)</th><th>অর্জনের হার</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪২</td><td>৪২০০</td><td>২৫১৮</td><td>৫৯.৯৫%</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫</td><td>১৫০০</td><td>৫৯০</td><td>৩৯.৩৩%</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২০</td><td>২০০০</td><td>৭১৪</td><td>৩৫.০৭%</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>২০</td><td>২০০০</td><td>৩০২</td><td>১৫.০১%</td></tr>
</table>
জুলাই, ২০১৬ মাসে কোন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) জানান যে, আগস্ট, ২০১৬ মাসে যথারীতি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের শতকরা হার বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।</td><td>(১) সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন করতে হবে।</td><td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং), উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td></td><td>(খ) সম্মেলন কক্ষের প্রাপ্যতাঃ পূর্ব নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী মাসের বিজোড় তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মেলন কক্ষটি ব্যবহার নির্বিঘ্ন রাখার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে জুলাই, ২০১৬ মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে অবহিত করেন। আলোচনা হয় যে, বিজোড় তারিখ সম্মেলন কক্ষ ব্যবহারের বিষয়টি সেবা শাখা হতে মনিটরিং করা যেতে পারে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।</td><td>(২) মাসের বিজোড় তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার নির্বিঘ্ন রাখার বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।</td><td>উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ</td><td>(ক) শাখা পরিদর্শনঃ জুন, ২০১৬ মাসে তদন্ত ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্য কোন শাখা/ অধিশাখা হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য</td><td>(ক) নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১),</td></tr>
</table>

	সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। **(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ** সভায় জানানো হয় যে, শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এ পর্যন্ত অভ্যঃ প্রশাঃ-১ শাখায় কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(খ) প্রত্যেক শাখা/ অধিশাখা প্রধানকে উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪. আইন ও মামলা	**খাদ্য অধিদপ্তরের মামলাঃ** খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৬৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় সর্বমোট ১১৪২টি মামলা চলমান আছে। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি 'ছকে' প্রদর্শন করা হলে সভাপতি বলেন যে, মামলার বর্তমান মাসের বিবরণের সাথে আগের মাসের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি চলমান মাসে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলা চালু/ নিষ্পত্তি হলে তার বর্ণনা এতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। জুন, ২০১৬ মাসে আলোচনা হওয়া শর্তেও সভার কার্যবিবরণীতে সিলেট আম্বরখানা মৌজার দখলীয় জমির মামলার বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় পুনরায় লিপিবদ্ধ করার জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তা সভায় গৃহীত হয়। সংশোধন ও সিদ্ধান্ত নিম্নরুপঃ	(১) মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগের পাশাপাশি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার বর্ণনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	(১) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।
	(২) সিলেট মহানগরে আম্বরখানা মৌজার ৪৬ শতাংশ দখলীয় জমিঃ খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভায় জানান যে, সিলেট মহানগরের আম্বরখানা মৌজায় ফুড মটরগ্যারেজের জন্য খাদ্য বিভাগের নামে (সাবেক সিভিল সাপ্লাই) ৪৬ শতাংশ জমি রেকর্ডকৃত যা খাদ্য বিভাগীয় দখলীয় সম্পত্তি। উক্ত জমি জনৈক কলিম উল্লাহ 'ওয়াকফ্ এষ্টেটের নামে দাবী করে সিলেট সহকারী জজ আদালত থেকে ধাপে ধাপে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগ পর্যন্ত রায়/ ডিক্রি হাসিল করাতে সক্ষম হন। বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় অনুরোধ করেন। আইন উপদেষ্টা সভায় জানান যে, সঠিক তথ্য উপস্থাপন না হওয়ায় এবং বাদী কলিম উল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতারণা করে এ ধরণের রায়/ ডিক্রি জারি করাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আরও জানান যে, আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে 'চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা করার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেটকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না প্রদানসহ আইন উপদেষ্টা সদা তৎপর আছেন। খাদ্য বিভাগীয় দখলীয় জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	(২) খাদ্য বিভাগীয় দখলী জমি যেন বেহাত না হয় সে বিষয়ে তৎপর থেকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(২) আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।

নিম্নে জুন মাসের বিভাগভিত্তিক মামলার তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

বিভাগের নাম	মোট মামলার সংখ্যা		জুন মাসে মামলা দায়ের	জুন মাসে নিষ্পত্তি
	মে	জুন		
ঢাকা		৩৪২	১০	৭টি বিভাগে ৬৩টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে
বরিশাল		৮১	১	
চট্টগ্রাম		২২৩	৮	
খুলনা		১৩০	২	
রাজশাহী		১৯০	৮	
রংপুর		২১৩	৮	
সিলেট		২৬	১	
মোট মামলা		১২০৫	৩৮	

১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়

জুন-২০১৬ মাসে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
১	রাজশাহী	০৫	৮০	১১,০৯,৯৬,১৭৮.৮৩	০	২,৭২,৫৫,২৯৮.৩৭	৮,৩৭,৪০,৮৮০.৪৬
২	রংপুর	০৮	৯৯	৬,৩৭,১৫,১০৩.১৯	৮০,০০০.০০	২,৩৬,৭১,০৭০.৬২	৪,০০,৪৪,১৩২.৫৭
৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭,৭২,৮৭,২২০.২৮	১৫,০০০.০০	৫২,৫১,১৫৫.২৭	৭,২০,৩৬,০৬৫.০১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২,৪৬,৫১,৫০৫.২১	০	৯,৪৩,৪২৫.৪০	২,৩৭,০৮,০৭৯,৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪,৬৫,৮৪,৪৫২.১৯	০	৭,৫৮,৬৪০.০২	৪,৫৮,২৫,৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০,৫৪,৮০০.২২	০	৬,৭৪,৫০৮.৩০	১৩,৮০,২৯১.৯২
৭	বরিশাল	০১	০১	১০,৯৮,২৩৭.৫৭	০	০	১০,৯৮,২৩৭.৫৭
মোট		৩২	২৬৫	৩২,৬৩,৮৭,৫৯৭.৪৯	৯৫,০০০.০০	৫,৮৫,৬৯,০৯৭.৯৮	২৬,৭৮,১৮৭৪৯৯,৫১

মে-জুন, ২০১৬ মাসে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
মে				
জুন	২৬৫	৩২,৬৩,৮৭,৫৯৭.৪৯	৫,৮৫,৬৯,০৯৭.৯৮	২৬,৭৮,১৮,৪৯৯.৫১

সিদ্ধান্তঃ সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায় অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

১৬. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ

খাদ্য অধিদপ্তর হতে পেন্ডিং বিষয়ে ০৬ (ছয়) পাতার একটি তালিকা পাওয়া গেছে। তালিকাটি দীর্ঘ হওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে, তালিকাটি পর্যালোচনা করে যে দপ্তর/ সংস্থা/ শাখা/ অধিশাখার নিকট পেন্ডিং বিষয় রয়েছে তাদেরকে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

সিদ্ধান্তঃ পরবর্তী সভায় পেন্ডিং বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বাস্তবায়নঃ খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৪/৮/২০১৬

(মানবেন্দ্র ভৌমিক)
অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের দায়িত্বে)